মুফতী মুহাম্মাদ সালমান মানসুরপুরী

কিতাবুল মাসায়েল

দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বিধান

(জরুরি মাসআলা-মাসায়েল)

প্রথম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম
অনূদিত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

অনুবাদকের কথা

মুফতী মুহাম্মাদ সালমান মানসুরপুরী দা.বা.। ভারতের দীনী মহলে খুবই পরিচিত একটি নাম। নামটি আমাদের দেশেও দীনী মহলের অনেকের কাছে পরিচিত। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ বাংলায় অনূদিতও হয়েছে। কিতাবুল মাসায়েল তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থগুলোর একটি। এতে তিনি সাধারণ মুসলমানদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল মাসআলা-মাসায়েল দলিলসহ উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আধুনিক যুগে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন যেসব অবস্থার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি ফিকহের মূলনীতির আলোকে ওগুলোর সমাধানও পেশ করেছেন। তিনি প্রতিটি মাসআলার সঙ্গে ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবের আরবী মূলপাঠও উল্লেখ করেছেন। তাই কিতাবটি সাধারণ মুসলমানদের পাশাপাশি ওলামায়ে কেরামের কাছেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। হিজরী ১৪৩৮-এর রবিউল আউয়ালে এক ভাই কিতাবটি আমাকে অনুবাদ করার জন্য বলেন। কিতাবটি এক নজর দেখে মনে হলো, কিতাবটি খুবই সুন্দর এবং সাধারণ ও বিশেষ সব শ্রেণির লোকদের জন্যই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এর ক'দিন পরই আল্লাহর ওপর ভরসা করে অনুবাদের কাজ শুরু করি। কিতাবটি যদিও একদমই সহজ ভাষায় লেখা তারপরও নানা কারণে কাজটি খুব ধীরগতিতে এগিয়েছে। ফলে তিন খণ্ডের অনুবাদ সম্পন্ন করতে প্রায় দুই বছর লেগে যায়। এরপর কম্পোজ, প্রুফ দেখাসহ আনুষঙ্গিক জরুরি কাজগুলো সারতে আরও প্রায় দুই বছর। কাজ শুরু করার প্রায় চার বছরের মাথায় এখন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এটি একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়া ও করুণা। আলহামদুলিল্লাহ।

উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ ও সদর, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ,
ওয়ালেদে মুহতারাম আমিরুল হিন্দ হযরত মাওলানা ক্বারী সাইয়েদ
মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরী দা.বা.-এর

অভিমত

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

ইসলামী শরীয়তের (যা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল) দৃষ্টিতে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অপরিসীম। একদিকে নামায, বাইতুল্লাহর তাওয়াফসহ বিভিন্ন ইবাদতের জন্য পবিত্রতাকে শর্ত হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে, অপরদিকে পবিত্রতাকে ঈমানের অংশ বা ঈমানের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের প্রশংসা করে বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবাকারীদের এবং ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।[১]

তাই পবিত্রতা সংক্রান্ত সকল মাসআলা-মাসায়েল ভালোভাবে জানা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। পবিত্রতা দু'ধরনের :

এক. বাহ্যিক পবিত্রতা।
দুই. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

---

১. সূরা বাকারা (০২) : ২২২

মুফতী মুহাম্মাদ সালমান মানসুরপুরী

কিতাবুল মাসায়েল

দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বিধান

(জরুরি মাসআলা-মাসায়েল)

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম

অনূদিত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

সুন্নত ও নফল সংক্রান্ত মাসায়েল

সুন্নত ও নফলের গুরুত্ব—৪৩
নফলের প্রকারভেদ—৪৪
সুন্নতে মোয়াক্কাদার ফজিলত—৪৫
ফজরের সুন্নত—৪৫
কোনো ওযর ছাড়া বসে পড়া—৪৬
ফজরের সুন্নত কোথায় পড়বে?—৪৬
ফজরের সুন্নত ছাড়বে না—৪৬
ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে—৪৭
পুনরায় পড়তে হবে না—৪৭
পুনরায় পড়তে হবে—৪৭
যোহরের সুন্নত—৪৮
জুমার পূর্বের সুন্নত—৪৮
চার রাকাত এক সালামে পড়তে হবে—৪৮
প্রথম বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়বে না—৪৯
সুন্নত পড়া অবস্থায় জামাত শুরু হয়ে গেলে—৪৯
সালাতুত তাসবীহের সাথে জুমার সুন্নত—৫১
যোহরের পর দু'রাকাত—৫১
যোহরের পর আরো দু'রাকাত—৫১
জুমার পরের সুন্নত—৫২
আসরের পূর্বের সুন্নত—৫২
মাগরিবের পরের সুন্নত—৫৩
এশার পূর্বের সুন্নত—৫৩
এশার পরের সুন্নত—৫৩
এশার পরের সুন্নতে গায়রে মোয়াক্কাদা—৫৪
যোহরের পূর্বের সুন্নত ছুটে গেলে—৫৪

সুন্নতের নিয়ত—৫৫
ফরয ও সুন্নতের মাঝে বিরতি না দেওয়া—৫৫
সুন্নত-নফল কোথায় পড়া উত্তম?—৫৬
সুন্নত-নফল শুরু করলে শেষ করতে হয়—৫৭
নামাযের নিষিদ্ধ সময়ে নফল শুরু করলে—৫৭
দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেললে—৫৭
দু'রাকাতের আগেই নামায ভেঙ্গে ফেললে—৫৭
নফল নামাযে কেরাত লম্বা করা—৫৮
অন্য জায়গায় সুন্নত পড়া—৫৮
নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম—৫৮
এশরাকের নামায—৫৯
এশরাকের ওয়াক্ত—৫৯
চাশতের নামায—৫৯
চাশতের নামায কত রাকাত?—৬০
চাশতের নামায কখন পড়বে?—৬০
চাশতের নামাযে কোন সূরা পড়বে?—৬০
আওয়াবিনের নামায—৬১
তাহিয়্যাতুল ওযু—৬১
তাহিয়্যাতুল ওযু কখন পড়বে?—৬১
তাহিয়্যাতুল মসজিদ—৬২
তাহিয়্যাতুল মসজিদের সওয়াব পেয়ে যাবে—৬২
সুবহে সাদেকের পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ—৬২
বসার পরও পড়া যায়—৬৩
তাহাজ্জুদের নামায—৬৩
তাহাজ্জুদের নামাযের সময়—৬৪
তাহাজ্জুদের নামায কয় রাকাত?—৬৪
সালাতুত তাসবীহ—৬৪
সালাতুত তাসবীহের পদ্ধতি—৬৫
দুই সালামে চার রাকাত—৬৭

সালাতুত তাসবীহের মুস্তাহাব ওয়াক্ত—৬৭
কোন কোন সূরা পড়বে?—৬৮
তাসবীহ গণনা করবে কীভাবে?—৬৮
কোনো রোকনে তাসবীহ ভুলে গেলে—৬৮
সাহু সেজদায় তাসবীহ পড়তে হবে না—৬৯
সূর্যগ্রহণের নামায—৬৯
কখন পড়বে?—৭০
নিষিদ্ধ সময়ে সূর্যগ্রহণ হলে—৭০
মেঘের কারণে সূর্য না দেখা গেলে—৭০
আযান-ইকামত দিবে না—৭০
কেরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে, না নিম্নস্বরে?—৭১
কেরাত দীর্ঘ করবে—৭১
সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত—৭১
মেয়েরা একা একা নামায পড়বে—৭২
চন্দ্রগ্রহণের নামায—৭২
প্রবল ঝড় কিংবা ভূমিকম্পের সময়—৭২
ইসতেসকার নামায—৭৩
ইসতেসকার নামাযের পদ্ধতি—৭৩
ইমামের জন্য চাদর উল্টানো—৭৪
ইসতেসকার নামায কয় দিন পড়বে?—৭৪
কোথায় পড়বে?—৭৫
ইসতেসকার নামাযের কিছু মুস্তাহাব আমল—৭৫
একা একা ইসতেসকার নামায পড়া—৭৬
নামাযের আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে—৭৬
দোয়ার সময় হাত কীভাবে উঠাবে?—৭৭
ইসতেসকার দোয়া—৭৭
ইসতেখারার নামায—৭৮
ইসতেখারার নামাযে কোন কোন সূরা পড়বে?—৭৯
নামায পড়ার সুযোগ না পেলে—৭৯

কত দিন পর্যন্ত ইসতেখারা করবে?—৮০
ইসতেখারা করার পর...—৮০
মন যেদিকে ঝুঁকবে...—৮১
সালাতুল হাজত—৮১
সালাতুত তওবা—৮২
সফরে বের হওয়ার পূর্বে—৮৩
সফর থেকে বাড়ি ফিরে—৮৪
সফরে কোথাও অবস্থান নিলে—৮৪

তারাবীহ সংক্রান্ত মাসায়েল—৮৫

তারাবীহর নামায কি আট রাকাত?—৮৮
তারাবীহর নামাযে কোরআন খতম করা—৮৯
তারাবীহতে কোরআন খতম করে টাকা নেওয়া—৯০
তারাবীহর নামাযের হুকুম—৯২
তারাবীহর নামাযের ওয়াক্ত—৯২
তারাবীহর জামাত—৮২
তারাবীহর নিয়ত—৯৩
তারাবীহতে কয়বার কোরআন খতম করবে?—৯৩
এক মসজিদে দুই জামাত—৯৩
হাফেযা মেয়েরা তারাবীহ পড়াতে পারবে?—৯৩
পুরুষ ইমামের পেছনে নারীদের তারাবীহ—৯৪
এক সালামে তিন রাকাত পড়ে ফেললে—৯৪
এক সালামে চার রাকাত পড়ে ফেললে—৯৫
চার রাকাত পরপর কিছুক্ষণ দেরি করা—৯৫
এ সময় কী করবে?—৯৬
তারাবীহর কিছু রাকাত ছুটে গেলে—৯৬
যে মসজিদে এশার জামাত হয়নি—৯৬
একা এশা পড়ে তারাবীহতে শরীক হওয়া—৯৯
জামাতের সাথে বিতির নামায—৯৭
তারাবীহর কাযা নেই—৯৭

সুন্নত ও নফল সংক্রান্ত মাসায়েল

সুন্নত ও নফলের গুরুত্ব

ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি সুন্নত ও নফলের প্রতিও যত্নবান হওয়া চাই। হাদীসে এসেছে, ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি হয় সুন্নত ও নফলের মাধ্যমে তা পূরণ করে দেওয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك .

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসেব নেওয়া হবে। নামায ভালো হলে সে সফল, কামিয়াব। নামায খারাপ হলে বিফল, ক্ষতিগ্রস্ত। যদি কারো ফরযে কিছুটা ঘাটতি থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাদের) বলেন, দেখো তো, আমার এ বান্দার কোনো নফল আছে কি না? (যদি থাকে তাহলে) ফরযের ঘাটতি নফল দিয়ে পূরণ করা হবে। অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও তাই হবে। (যাকাত এবং রোযার ঘাটতি নফল দান ও নফল রোযার মাধ্যমে পূরণ করা হবে)[১]

---

১. *জামে' তিরমিযী* : ১/৯৪, হাদীস : ২২৩; *তাহতাবী*, কাদীম : ২১২

মুফতী মুহাম্মাদ সালমান মানসুরপুরী

কিতাবুল মাসায়েল

দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বিধান

(জরুরি মাসআলা-মাসায়েল)

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম

অনূদিত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

হজ ও ওমরাহ--৪১

হজের সূচনা--৪২

হযরত ইবরাহীম আ.-এর হজের ঘোষণা--৪৩

হজ : ইসলামের অন্যতম একটি রোকন--৪৪

হজ জীবনে একবারই ফরয--৪৫

যথাসম্ভব দ্রুত আদায় করে ফেলা--৪৫

একটি ভুল সংশোধন--৪৭

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না করলে--৪৭

হজ : মাগফেরাত লাভের অন্যতম উপায়--৪৮

হাজীদের জন্য অসংখ্য পুরস্কার--৫১

হজ্জে মবরুরের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত--৫৩

হজ্জে মাবরুর বলে উদ্দেশ্য কী?--৫৩

হজ : দুর্বলদের জিহাদ--৫৪

হাজীদের দোয়া--৫৫

হাজীদের কাছে দোয়া চাওয়া--৫৫

হজ : রিযিকে বরকত লাভের উপায়--৫৮

হজ : আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ--৫৯

হজ : মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়--৬০

হজের সফরের আসল রূহ-আত্মা--৬০

হজের সফরের আপত্তিকর বিষয়াদি--৬১

বৈধ সম্পদ দিয়ে হজ করা--৬৪

হজের মাসআলা-মাসায়েল শেখা--৬৫

হজের পরিচয়--৬৫

হজের প্রকারভেদ--৬৫

প্রথম বছরই হজ করে ফেলবে--৬৭

স্ত্রী অসুস্থ হলে--৬৭
মা-বাবা অসুস্থ হলে--৬৭
শিশুর খাতিরে মায়ের হজ বিলম্বিত করা--৬৮
হাঁপানি রোগি হজ বিলম্ব করতে পারবে?--৬৮
হাই প্রেসাসের রোগী কী করবে?--৬৯
হৃদরোগী কী করবে?--৬৯
হজ ফরয হওয়ার শর্ত--৬৯
অমুসলিম অবস্থায় হজ করে থাকলে--৭০
হজ ফরয হওয়ার কথা না জেনে হজ করলে--৭১
বুঝদার শিশুর হজ--৭১
অবুঝ শিশুর পক্ষ থেকে অভিভাবকের ইহরাম বাঁধা--৭১
ইহরাম বাঁধার পর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে--৭২
ইহরাম বাঁধার পর পাগল সুস্থ হয়ে গেলে--৭২
বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর হুকুম--৭৩
যে টাকা-পয়সা বুদ্ধি খাটিয়ে খরচ করতে জানে না--৭৩
হজের সামর্থ্য বলতে কী বুঝায়?--৭৩
বদলি হজ করলে হজ ফরয হয়ে যায় না--৭৪
সামর্থ্যহীন কোনো ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম করলে--৭৪
শাওয়ালে ওমরা করলে কি হজ ফরয হয়ে যায়?--৭৫
যাতায়াত খরচ বাবদ টাকা
মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে--৭৬
ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করবে না---৭৬
আগে হজ করবে--৭৬
পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ--৭৭
ঘর বানানোর অর্থ দিয়ে হজে চলে যাবে--৭৭
কোনটি আগে করবে?--৭৮
কতটুকু জমি থাকলে হজ ফরয হয়?--৭৮
বাড়ির কিছু অংশ বিক্রি করে হজ করা--৭৮
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর বিক্রি করে হজ করা--৭৯

কারো কাছ থেকে হজের খরচ বহন করার প্রস্তাব এলে--৭৯
হারাম সম্পদ দিয়ে হজ করলে--৭৯
মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে হজ করা--৮০
নিজের হজ করা আবশ্যক হওয়ার শর্ত--৮০
অসুস্থ ব্যক্তি নিজে হজ করলে--৮১
হজের ভিসা না পেলে--৮২
মহামারীর আশঙ্কায় হজ করতে দেরি করা--৮২
নারীদের ওপর হজ ফরয হওয়ার শর্ত--৮২
স্বামী ফরয হজ করতে নিষেধ করতে পারবে না--৮৩
মাহরাম ছাড়া যেতে নিষেধ করতে পারবে--৮৩
স্ত্রীকে নফল হজ থেকে বিরত রাখতে পারবে--৮৩
মাহরাম নির্ভরযোগ্য হতে হবে--৮৪
জামাতার সাথে শাশুড়ির হজে যাওয়া--৮৪
শুধু নারীদের হজ কাফেলা--৮৪
মাহরাম ছাড়া হজ করলে--৮৫
বৃদ্ধা নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া হজ করা--৮৫
হজের সফরে রওনা হওয়ার পূর্বে ইদ্দত শুরু হলে--৮৬
সফরে রওনা হওয়ার পর ইদ্দত শুরু হলে--৮৬
হিজড়ার হুকুম--৮৮
হজ সম্পন্ন হওয়ার শর্ত--৮৮
হজের সফরে ইন্তেকাল করলে--৮৯
হজ করার পূর্বেই দরিদ্র হয়ে গেলে--৯০
ফরয হজ আদায়ের জন্য ঋণ নেওয়া--৯০
হজ করার পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লে--৯১
হজের সফরের কিছু আদব--৯১

মীকাত বিষয়ক মাসায়েল

মীকাতে যমানী--৯৩
মীকাতে মাকানী--৯৩